হজ উমরা ও যিয়ারত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ চতুর্থ অধ্যায় : নবীজী ও তাঁর সাহাবীগণের হজ-উমরা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

সাফা ও মারওয়ায় অবস্থান

২৯- তারপর সাফা দরজা দিয়ে বের হয়ে সাফা পাহাড়ে গেলেন। সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি এসে পাঠ করলেন :

«إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»

‘নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। আল্লাহ যা দিয়ে শুরু করেছেন, আমিও তা দিয়ে শুরু করছি’। অতপর তিনি সাফা দিয়ে শুরু করলেন এবং কাবাঘর দেখা যায় এই রকম উঁচুতে উঠলেন।

৩০- অতপর তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ববাদ, বড়ত্ব ও প্রশংসার কথা ঘোষণা করলেন এবং বললেন,

«لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه».

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকালাহু আনজাযা ওয়াদাহু, ওয়া নাছারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহ্।)

‘আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবন ও মৃত্যু দেন। আর তিনি সকল বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছেন; তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু-দলগুলোকে পরাজিত করেছেন।’[1] অতপর এর মাঝে তিনি দো‘আ করলেন এবং এরূপ তিনবার পাঠ করলেন।

৩১- এরপর মারওয়া পাহাড়ের দিকে হেঁটে চললেন। যখন তিনি বাতনুলওয়াদীতে পদার্পন করলেন, তখন তিনি দৌড়াতে লাগলেন। অবশেষে যখন তাঁর পদযুগল ‘উপত্যকার অপর প্রান্তে’[2] মারওয়ায় আরোহন করতে গেল, তখন তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগলেন। অবশেষে মারওয়ায় আসলেন। অতপর তাতে চড়লেন এবং বায়তুল্লাহ্‌র দিকে তাকালেন।[3]

৩২- অতপর সাফা পাহাড়ে যা করেছিলেন মারওয়া পাহাড়েও তাই করলেন।

ফুটনোট

[1]. নাসাঈ, মুসলিম।

[2] মুসনাদে আহমদ।

[3]. নাসাঈ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7357

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন